World Map Studies

ইউরোপ

পৃথিবীর **তৃতীয় বৃহত্তম** মহাদেশ- ইউরোপ।

এশিয়া মহাদেশের **৫ ভাগের একভাগ** হল- ইউরোপ।

ইউরোপ মহাদেশে স্বাধীন দেশ হিসেবে **জাতিসংঘভুক্ত দেশ নয়**- ভ্যাটিকান।

ইউরোপ মহাদেশে **স্বাধীন দেশের সংখ্যা** - ৪৮টি।

ইউরোপের ক্ষুদ্রতম/ বৃহত্তমঃ

জনসংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের **বৃহত্তম** দেশ রাশিয়া

জনসংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের **ক্ষুদ্রতম** দেশ- ভ্যাটিক্যান সিটি।

আয়তনে ইউরোপ তথা **পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ**—ভ্যাটিকান সিটি (.৪৪ বর্গ কি. মি.)

আয়তনে ইউরোপের তথা **পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ**- রাশিয়া।

ইউরোপের **বৃহত্তম সাগর**- ভূমধ্যসাগর।

ইউরোপের **দীর্ঘতম পর্বতমালা**- আল্পস পর্বতমালা।

পৃথিবীর **সবচেয়ে উত্তরের নগরী**— হ্যামারফাস্ট (নরওয়ে)।

পৃথিবীর **বৃহত্তম রেলপথ**—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ।

ইউরোপ মহাদেশের **বৃহত্তম দ্বীপ**- গ্রেট ব্রিটেন।

ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

বর্তমানে ফ্রান্স এর **পঞ্চম প্রজাতন্ত্র** পর্যায়ে রয়েছে। **১৯৫৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর** এই প্রজাতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

ফ্রান্সের পুরাতন নাম- গল।

ফ্রান্সের রাজধানীর নাম- প্যারিস।

ফ্রান্সের **প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন**— এলিসি প্রাসাদ।

সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে- ফ্রান্সে।

বিখ্যাত **ভার্সাই নগরী** অবস্থিত- ফ্রান্সে।

ভার্সাই নগরী surce:blog.bdnews24.com

ভার্সাই চুক্তিঃ

ভার্সাই চুক্তি একটি শান্তিচুক্তি । এটি প্রথম **বিশ্বযুদ্ধের** পর **জার্মানি এবং তার বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের** ভিতরে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

ভার্সাই চুক্তির স্থান: মিরর হল, ভার্সাই প্রাসাদ, ভার্সাই নগরী, ফ্রান্স

সম্পাদনের তারিখ: জুন ২৮, ১৯১৯।

কার্যকরণের তারিখ: জানুয়ারি ১০, ১৯২০।

ফরাসি বিপ্লবঃ

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল- ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৩।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গের পতনের মাধ্যমে শুরু হয়- ফরাসি বিপ্লব।

ফরাসি বিপ্লবের মেয়াদকাল- ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল।

ফরাসি বিপ্লবের সময় **ফ্রান্সের রাজা** ছিলেন--- ষড়োশ লুই।

ফরাসি বিপ্লবের **নায়ক ও শিশু ব**লা হয়- নেপোলিয়ানকে।

ফরাসি বিপ্লবের **মূল স্লোগান**- ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতা।

ট্রাফালগার স্কয়ারঃ

ট্রাফালগার স্কয়ার অবস্থিত- লন্ডনে। **ট্রাফালগার যুদ্ধ** হয় -২১ অক্টোবর ১৮০৫ সালে,

স্পেনের ট্রাফালগার অন্তরীপের নিকট যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে।

ট্রাফালগার স্কয়ার source:Park Grand London

জার্মানিঃ

এটি **১৬টি রাজ্য** নিয়ে গঠিত একটি **সংযুক্ত ইউনিয়ন। আয়তনের দিক থেকে জার্মানি ইউরোপের ৭ম বৃহত্তম রাষ্ট্র।বার্লিন** জার্মানির রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

জার্মানি পুরাতন নাম- ডয়েচল্যান্ড।

আধুনিক জার্মানির রূপকার বা জনক বলা হয়-বিসমার্ককে।

জার্মানির **রাষ্ট্রপ্রধান** -রাষ্ট্রপতি ।

জার্মানির **সরকার প্রধান**- চ্যান্সেলর।

জার্মানির **প্রাচীন রাজাদের** বলা হত -কাইজার।

জার্মানি ছাড়াও জার্মান ভাষায় কথা বলে- অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা।

বার্লিন প্রাচীরঃ

বার্লিন প্রাচীর **নির্মাণ** করে- সাবেক পূর্ব জার্মানি।

বার্লিন **প্রাচীর নির্মিত** হয়- ১৯৬১ সালে এবং বার্লিন **প্রাচীর ভাঙ্গা** হয়—১৯৮৯ সালে।

বার্লিন দেয়ালে **নির্মিত গেইটের নাম**-ব্রান্ডেডবার্গ গেইট।

দুই জার্মানি একত্রিত হয়—৩ অক্টোবর ১৯৯০ সালে।

Source: ইতিবৃত্ত

রুশ বিপ্লবঃ

রাশিয়ায় **রুশ বিপ্লব** সংঘটিত হয়-১৯১৭ সালে ।

রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্ব কাল ছিল—-১০ দিন

রুশ বিপ্লবের অপর নাম—অক্টোবর বিপ্লব/বলশেভিক বিপ্লব।

রুশ বিপ্লবের নায়ক ছিলেন- ভ্লাদিমির ইলিচ লেলিন।

উন্নয়নে **'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার'প্রবর্তক**- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নীতির প্রবর্তক- জোসেফ স্ট্যালিন।

রাশিয়ার সম্রাটদের ডাকা হতো- যার নামে।

জারতন্ত্রের পতন ঘটে-রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে।

লেনিন source:bn.wikipedia.org

উপনামঃ

গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়- গ্রিসকে।

রেনেসার শুরু- ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে।

ল্যান্ড অব মার্বেল বলা হয়-ইতালিকে ।

হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির নাম জড়িত- গ্রিক সভ্যতার সাথে।

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ **গ্রিনল্যান্ডের** মালিকানা -ডেনমার্কের।

বাইসাইকেলের শহর - কোপেনহেগেন (ডেনমার্কের রাজধানী) ।

হাজার হ্রদের দেশ- ফিনল্যান্ড ।

নিশীথ সূর্যের দেশ -নরওয়ে ।

সাত পাহাড়ের শহর- রোম।

সম্মেলনের শহর- জেনেভা ।

আগুনের দ্বীপ বলা হয়— আইসল্যান্ডকে।

যে **দেশের আকৃতি অনেকটা বুট জুতা** সদৃশ-ইতালির।

ইউরোপের **দ্বার**- ভিয়েনা।

ইউরোপের **ককপিট**- বেলজিয়াম।

বিবিধঃ

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন- **১০নং ডাউনিং** স্ট্রিট।

ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীর বাসভবন- **১১নং ডাইনিং** স্ট্রিট।

বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রের ধরণ এবং পুনর্গঠিত রাষ্ট্রসমূহঃ

বাল্টিক রাষ্ট্র - বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশমূহকে একত্রে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়। এগুলো হলো- ১. এস্তোনিয়া ২. লাটভিয়া ৩. লিথুয়ানিয়া

স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র – স্ক্যান্ডেনেভিয়ান উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহকে একত্রে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র হল **৫টি**। এগুলো হলো- **১. আইসল্যান্ড ২. ডেনমার্ক ৩. নরওয়ে ৪. সুইডেন ৫. ফিনল্যান্ড।** (ব্রিটানিকার মতে, নরডিক রাষ্ট্র ৫টি -আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং এর মধ্যে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র।)

বলকান রাষ্ট্র – বলকান পর্বতমালার পাদদেশে অর্থাৎ নিম্নবর্তীস্থানে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহকে একত্রে বলকান রাষ্ট্র বলা হয়। **বলকান রাষ্ট্র মোট ১১টি**। এগুলো হলো- ১. সার্ভিয়া ২. মন্টিনিগ্রো ৩. ক্রোয়েশিয়া ৪. স্লোভেনিয়া ৫. বসনিয়া হার্জেগোভেনা ৬. মেসিডোনিয়া ৭. কসোভো ৮. আলবেনিয়া ১০, বুলগেরিয়া ১০. গ্রিস ১১. রোমানিয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র ১৫টি।

যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে আত্মপ্রকাশ ঘটে- **৭টি স্বাধীন দেশের** (বসনিয়া হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, কসোভো, মেসিডোনিয়া, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া)

ইউরোপের **চারটি দেশের দেশ ও রাজধানীর নাম একই**। এগুলো হল- লুক্সেমবার্গ, সানম্যারিনো, ভ্যাটিকান ও মোনাকো। **(এদের দেশের নামই এদের রাজধানীর নাম)**

World Map Studies

আফ্রিকা

আফ্রিকা আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় বিচারে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মহাদেশ (এশিয়ার পরেই)। এর বেশির ভাগ অংশই **ক্রান্তীয় অঞ্চলে** অবস্থিত।

আয়তনে পৃথিবীর **দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ**- আফ্রিকা।

আফ্রিকা মহাদেশে **স্বাধীন দেশের** সংখ্যা- ৫৪টি।

আয়তনে আফ্রিকার **বৃহত্তম দেশ**- আলজেরিয়া ।

আয়তনে আফ্রিকার **ক্ষুদ্রতম দেশ**–সিসেলিস।

আফ্রিকা ও **পৃথিবীর উষ্ণতম** স্থান হলো- আল আজিজিয়া (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫৮° সেঃ, লিবিয়া)

আফ্রিকার **সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ**- কিলিমানজারো (১৯৩৪ ফুট)।

আফ্রিকার **পরাধীন দেশ**- পশ্চিম সাহারা (মরক্কোর উপনিবেশ)।
আফ্রিকার তথা পৃথিবীর **দীর্ঘতম নদী**- নীলনদ (৬৬৬৯ কি. মি. যা ১১টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে)।

নীলনদের **উৎপত্তি**- ভিক্টোরিয়া হ্রদ।
নীলনদের **পতনস্থল** -ভূ-মধ্যসাগর।
আফ্রিকা তথা পৃথিবীর **বৃহত্তম মরুভূমি**- সাহারা মরুভূমি।
আফ্রিকা মহাদেশের **বৃহত্তম দ্বীপ**- মাদাগাস্কার।
হর্ন অব আফ্রিকা বা আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত -সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও জিবুতি।

উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর **ভৌগোলিক সীমারেখার** বৈশিষ্ট্য- জ্যামিতিক সীমারেখা।

আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ বিভক্ত- জিব্রাল্টার প্রণালী দ্বারা।

আফ্রিকার **বৃহত্তম হ্রদ**- ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

আফ্রিকার **মধ্যভাগ** দিয়ে অতিক্রম করেছে- বিষুব রেখা।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ

পৃথিবীর সবচেয়ে **বেশি হীরা উত্তোলিত** হয় -দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।

পৃথিবীর সবচেয়ে **বড় হীরক খনি 'কিম্বার্লি** ' অবস্থিত— দক্ষিণ আফ্রিকায়।

টেবল মাউন্টেন –আফ্রিকার পর্বত যা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অবস্থিত।

কেপ অফ গুড হোপ/ উত্তমাশা অন্তরীপ অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকায়।

বিখ্যাত স্বর্ণখনি অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে।

East London অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকায়।

জাম্বিয়ার পুরাতন নাম- উত্তর রোডেশিয়া।

জিম্বাবুয়ের পুরাতন নাম- দক্ষিণ রোডেশিয়া।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো—মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে তুলেন- গ্রিস ও ম্যাসিডোন অধিপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

মিশরের **সবচেয়ে বড় পিরামিড**-ফারাও খুফুর পিরামিড

৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করেছিল- মিশরীয়রা

১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস এই গণনা রীতি সূচনা করে- মিশরীয়রা **ক্লিওপেট্রা** যে দেশের রানী ছিলেন- মিশর।

সুয়েজ খালঃ

সুয়েজ খাল চালু হয়- ১৮৬৯ সালে। **(মিসরের সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে)**

সুয়েজ খালে জাতীয়করণ করেন- **জামাল আব্দেল নাসের**, ১৯৫৬ সালে।

Dead Heart of Africa বলা হয়-শাদকে।

ইথিওপিয়ার পুরাতন নাম -আবিসিনিয়া।

ইবোলা নদী অবস্থিত- কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে।

তাহরির স্কয়ার অবস্থিত- কায়রো, মিশর।

Source: CairoScene

ঘানার পুরাতন নাম- গোল্ড কোস্ট।

বাংলাদেশ স্কয়ার অবস্থিত- লাইবেরিয়ায়।

তানজানিয়ার বিখ্যাত **সমুদ্রবন্দর**- জাঞ্জিবার।

World Map Studies

ওশেনিয়া

তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওশেনিয়া অঞ্চলকে - এগুলো মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া এবং পলিনেশিয়া।

প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত **দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ** নিয়ে গঠিত- ওশেনিয়া মহাদেশ।

বিশ্বের **ক্ষুদ্রতম মহাদেশ**- ওশেনিয়া।

ওশেনিয়া মহাদেশে **স্বাধীন দেশের** সংখ্যা- ১৪টি।

স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র নেই- ওশেনিয়া মহাদেশে।

আয়তন এবং জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার **বৃহত্তম দেশ**- অস্ট্রেলিয়া।

ওশেনিয়া মহাদেশের **দীর্ঘতম নদী**- মারে ডার্লিং।

অস্ট্রেলিয়াঃ

অস্ট্রেলিয়া **শব্দের অর্থ**- এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ।

অস্ট্রেলিয়ার **আদিবাসীদের** বলা হয়— অ্যাবরিজিন।

অষ্ট্রেলিয়ার **রাষ্ট্রপ্রধান** -ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

অপেরা হাউজ অবস্থিত- সিডনির বন্দরে বেনেলং পয়েন্টে। (স্থপতি- জন অটজান)

নিউজিল্যান্ডঃ
নিউজিল্যান্ডের **জাতীয় পাখি**- কিউই।
নিউজিল্যান্ডের **অধিবাসীদের** বলা হয় -কিউই।
বিশ্বে নিউজিল্যান্ডের **নারীরা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার** পায়-১৮৯৩ সালে।

নিউজিল্যান্ডের **আদিবাসীদের** বলা হয়-মাওরি ।

মার্শাল, ক্যারোলিনা,মেরিয়ানা প্রভৃতি দ্বীপ নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম- মাইক্রোনেশিয়া।

এন্টার্কটিকা

পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মহাদেশ হল এন্টার্কটিকা।

বরফাবৃত মহাদেশ- এন্টার্কটিকা।

পৃথিবীর মোট **জমাটবদ্ধ বরফের ৯০%**- এন্টার্কটিকায়।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের **সক্রিয় আগ্নেয়গিরি**- মাউন্ট ইরেবাস।

রস সাগর এবং **ওয়েডেস** সাগর অবস্থিত- এন্টার্কটিকায়।

বৃহত্তম ভাসমান খন্ড **রক আইসেলেফ** অবস্থিত- **এন্টার্কটিকা** মহাদেশে।